

Declaration

I declare that the thesis entitled “কিম্বর রায়ের উপন্যাস (১৯৮১-২০২০) : বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান” has been prepared by me under the guidance of Dr. Manjula Bera, Professor of Bengali, Department of Bengali, University of North Bengal. No part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship previously.

Date: 03.01.2024

Pratap Kr. Saha.

(Pratap Kr. Saha)

Department of Bengali

University Of North Bengal

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++

✉ bengali@nbu.ac.in

দূরভাষ - ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়



মঙ্গলো মন্ডল: মঙ্গলি: মঙ্গলী

রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা

তারিখ

Certificate

I certify that Sri Pratap Kr. Saha has prepared the thesis entitled "কিন্নর
রায়ের উপন্যাস (১৯৮১-২০২০) : বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান" for the award of
Ph.D degree of the University of North Bengal, under my Guidance. He
has carried out the work of the Department of Bengali, University of
North Bengal.

Date: 03/01/2024

Manjula Bera
(PROF. DR. MANJULA BERA)

Department of Bengali

University of North Bengal

Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++

✉ bengali@nbu.ac.in

দূরভাষ - ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়



সমালো মন্ত্রণ: সমিতি: সম্মানী

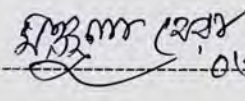
রাজা রামমোহনপুর, ডাকঘর - উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

পত্র সংখ্যা

তারিখ

কুস্তীলকবৃত্তি প্রতিরোধী শংসাপত্র

আমি প্রতাপকুমার সাহা, (Registration No. Ph.D/Beng.(1335)/525/R-2021) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে "কিন্নর রায়ের উপন্যাস (১৯৮১-২০২০) : বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান" শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করেছি। আমার বিষয়কেন্দ্রিক সর্বোত্তম জ্ঞান এবং ধারণা অনুযায়ী স্বীকার করছি যে, উক্ত গবেষণা কর্মে কোনোরূপ কুস্তীলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিনি।


০৩/০১/২০২৪

(অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা)

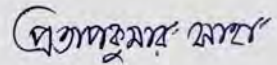
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজারামমোহনপুর, দার্জিলিং

ডাকসূচক-৭৩৪০১৩

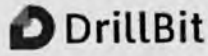
Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal



(প্রতাপকুমার সাহা)

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়



The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language

Bangla

Submission Information

Author Name	Pratap Kumar Saha
Title	Kinnor Rayer uponyash (1981-2020)_bohumukhi jibonsattar anusandhan
Paper/Submission ID	1299434
Submission Date	2024-01-02 13:18:42
Document type	Thesis

Result Information

Similarity

0%

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File



Pratap Kr. Saha.
03.01.2024

Manjula Bera
03/01/2024

Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

প্রাক্কথন

আমার গবেষণা কর্মের শিরোনাম “কিন্নর রায়ের উপন্যাস (১৯৮১-২০২০) : বহুমুখী জীবনসত্তার অনুসন্ধান”। অভিসন্দর্ভটির প্রেক্ষিতে কিছু কথা বলা আবশ্যিক। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিসার্টিশন পত্র লেখার সময় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সুনিমা ঘোষ মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে ‘ননী ভৌমিকের কথাসাহিত্য’ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যে নকশালবাড়ি আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবে কিন্নর রায়ের ‘অন্ধ কোকিলের গান’ উপন্যাসটির কথা উঠে আসে। জানার আগ্রহ থেকে উপন্যাসটি জোগাড় করে পড়তে থাকি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯ সালে গবেষণা কর্মে যোগদান করি। কোর্সওয়ার্ক চলাকালীন আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার পরামর্শক্রমে কিন্নর রায়ের উপন্যাস নিয়ে কাজ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশানুসারে কিন্নর রায়ের উপন্যাসগুলি পুনঃপাঠ করতে থাকি। উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রের বহুমুখী জীবনসত্তার দিকটি আমার সামনে উপস্থিত হয়। উপন্যাসগুলির চরিত্রের বহুমুখী দিক খুঁজতে শুরু করি। এরপর তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের পর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা করে শিরোনাম নির্বাচন করা হয়।

গবেষণা কর্মে অনুপ্রবেশের প্রাথমিক পর্যায়ে জানতে পারি কিন্নর রায়ের গল্প ও উপন্যাস নিয়ে বেলুড়, রায়গঞ্জ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া বহু সমালোচক কিন্নর রায়ের উপন্যাস নিয়ে বহু আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। ‘পূর্ব’ পত্রিকা কিন্নর রায়কে নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। ‘উত্তরাধিকার’ পত্রিকায় সুমিতা চক্রবর্তী কিন্নর রায়কে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তবে এযাবৎ কিন্নর রায়ের উপন্যাস নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে সেখান থেকে তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের সামগ্রিকতার পরিচয় উঠে আসেনি। ফলে আমার উৎসাহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্নর রায়ের উপন্যাসের মধ্যে যত প্রবেশ করি ততই বিস্মিত হতে থাকি। ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্রের সংশোধনাগার থেকে বেরিয়ে এসে একজন মানুষ জীবনের মোড় কীভাবে পরিবর্তন করে নিতে পারে, সেই বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। গবেষণা কর্মে আমার প্রশ্নগুলি এইভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে—**অ.** সাহিত্যিক কিন্নর রায়ের উপন্যাস জগতে প্রবেশের প্রেক্ষাপট এবং প্রেরণার উত্তর অনুসন্ধান। **আ.** কিন্নর রায়ের উপন্যাসে সময় এবং পরিবেশ

কীভাবে উপস্থিত হয়েছে তা দেখা। ই. বিশ্বায়নের প্রভাব তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের জীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। ঈ. রাজনীতির বাগ্ম্য বদলের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তন উপন্যাসের চরিত্রকে কতটা প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা করা। উ. দাম্পত্য জীবনে কিম্বর রায়ের অনুসন্ধানের মাত্রা নিরূপণ করা। ঊ. ভিন্ন ধর্মের মানুষের অস্তিত্বের সংকট নিয়ে কিম্বর রায়ের ভাবনা পরিস্ফুট করা। উক্ত পর্যবেক্ষণ নিয়ে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যাখ্যামূলক এবং বর্ণনামূলক আঙ্গিকে গবেষণা কর্মটির সামগ্রিক রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সামগ্রিক রূপ দানে যিনি সবসময় উৎসাহ, পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছেন তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণা কর্মে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ড. গৌরঙ্গদেব ভার্মা, ড. ক্ষিতীশ মাহাতো, ড. বিকাশ পাল, ড. প্লাবন সিংহ, এবং পল্লব চক্রবর্তী মহাশয়। আমি তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার উচ্চতর শিক্ষাজীবনে প্রবেশের দ্বারোদ্ঘাটক অধ্যাপক ড. সুনিমা ঘোষ মহাশয়কে। আমার শুভচিন্তক মাস্টারমশাই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. বিকাশ রায় মহাশয়কে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। যিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের মোড় বদলে দিতে পেরেছিলেন। এবারে অনেক ধন্যবাদ জানাই সাহিত্যিক কিম্বর রায় মহাশয়কে। আমি বহুবার ফোনের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। তিনি বিরক্ত না হয়ে আমার প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছে আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

যাঁদের ছাড়া আমি পূর্ণতা লাভ করতে পারি না তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় মা-বাবা। আমি তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। প্রণাম জানাই আমার শ্বশুরমশাই এবং শাশুড়িমাকে। আর প্রতিনিয়ত যে মানুষটি আমার সঙ্গে উপন্যাস নিয়ে আলোচনা, তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করা, ভাবনার ভুল ধরিয়ে দেওয়া, প্রচ্ছদ সংশোধন করার কাজ করেছে, সে আমার নতুন জীবনের সঙ্গীবন্ধু শর্মিষ্ঠা। তার প্রতি আমার শুভকামনা রইল।

সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে। কোভিড পরিস্থিতিতে বই-পত্র বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মীদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া আমার শুভচিন্তক সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদ জানাই। আমার তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে সাহায্য করেছে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা—‘গুগলসার্চ’, ‘গুগলবুক’ এবং শোধগঙ্গার কাছে আমি চির ঋণী। আমার গবেষণা কর্মে মুদ্রণে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই বন্ধু প্রতিম সুজিত রায়কে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল শ্রদ্ধেয় সুধীজনকে আমার শ্রদ্ধায়ুক্ত প্রণাম।

তাং: ০৩/০১/২০২৪

স্বাক্ষর

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাক্ষর

রাজা রামমোহনপুর,

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।